উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভনে কম্বোডিয়ায় মানবপাচার, খুলনায় দম্পতি গ্রেপ্তার

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 04 August 2026, 08:40 PM | বিভাগ: সারাদেশে

উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে দুই যুবককে কম্বোডিয়ায় পাচার এবং সেখানে অনলাইন যৌন প্রতারণাসহ বিভিন্ন অবৈধ কাজে বাধ্য করার অভিযোগে মানবপাচারকারী চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

গ্রেপ্তাররা হলেন, মো. জহিদ আলী লস্কর ও তার স্ত্রী সুমাইয়া সুমি। সোমবার (৩ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার সাভারের হেমায়েতপুর এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তারা আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

পিবিআই সূত্রে জানা যায়, কম্বোডিয়ায় অবস্থানকালে জিহাদ ও তার স্ত্রী প্রতিবেশী মোস্তাকীম ও মুকুলকে মাসিক এক লাখ টাকা বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মোট ১২ লাখ ৪০ হাজার টাকা নেন। পরে তাদের কম্বোডিয়ায় নিয়ে প্রতিশ্রুত চাকরি না দিয়ে ভয়েস পরিবর্তন করে অনলাইন যৌন প্রতারণাসহ বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডে বাধ্য করা হয়। একই সঙ্গে তাদের পর্যাপ্ত খাবার ও বেতনও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরবর্তীতে ভুক্তভোগীরা কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে পরিবারের সহযোগিতায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তারা খুলনার দৌলতপুর থানায় মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে দুটি পৃথক মামলা (নং-১৪ ও ১৫, তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২৬) দায়ের করেন।

এরপর পিবিআই খুলনা মামলাগুলোর তদন্তভার গ্রহণ করে। বিশেষ পুলিশ সুপার রেশমা শারমিনের তত্ত্বাবধানে এসআই রেজোয়ান ও এসআই মো. সোহানুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা অভিযোগের বিষয়ে তথ্য দেন এবং পরে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

তদন্তে আরও জানা গেছে, একই চক্র ওই এলাকার আরও অনেককে উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে কম্বোডিয়ায় পাচার করেছে। এ ঘটনায় সাব্বির আহমেদ ও মাঈন হাসান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় আরও দুটি পৃথক মামলা দায়ের করেছেন।

dhaka71/rir

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।